



Fondazione Marista
per la Solidarieta
Internazionale Onlus
FMSI
Per il Bene dei Bambini



Human Rights in Bangladesh: The situation of children and their families in the Tea Gardens of Sylhet

বাংলাদেশে মানবাধিকার:
সিলেটের চা বাগানের বসবাসকারি পরিবার
ও শিশুদের বাস্তবচিত্র



Submitted by:

Marist Foundation for International Solidarity (FMSI)
Centre Catholique International de Geneve (CCIG)
(NGOs in Consultative Status with ECOSOC)

and

Marist Brothers Trust Bangladesh

Geneva, March 2023

MEMBERS OF THE NGO COALITION

- » **FMSI:** The Marist Foundation for International Solidarity is an international NGO in Special Consultative Status with ECOSOC and operating in 65 countries. FMSI was established in 2007 and has a special focus on promoting and protecting the rights of children through supporting projects, especially the access to quality education and advocacy.
- » **CCIG:** The International Catholic Center of Geneva or Centre Catholique International de Genève is a Non-Governmental Organization (NGO) created in 1950, with more than 20 Christian inspired NGOs. CCIG contributes to the capacity building of NGOs so they can benefit fully from the tools that the UN System puts at the disposal of local actors to improve the enjoyment of human rights by the most vulnerable populations around the world. The CCIG obtained Special Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) in 2015.
- » **MARIST BROTHERS TRUST BANGLADESH:** The Marist Brothers Trust Bangladesh was established in 2015 in Bangladesh as an umbrella for all the missions and activities of the Marist Brothers, Marist Sisters and Lay Marists in Bangladesh. Following in the footsteps of St Marcellin Champagnat, the objectives of Marist Brothers Trust in Bangladesh are practicing charitable works mainly in the domain of formal and non-formal education in favour of vulnerable children in Bangladesh, promoting the defense of the children's rights, and the human and professional formation of teachers and educators.

এফএমএসআই (**FMSI**) : দ্যা ম্যারিস্ট ফা-উন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল সলিড্যারিটি একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা বিশেষভাবে **ECOSOC** এবং পরামর্শক এবং ৬৫টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঋগঝাও বিভিন্ন প্ৰকল্পের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার প্ৰচার ও তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আমাদের কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে শিশুদের মান সম্পন্ন শিক্ষা ও আইনী সহায়তা ও সুরক্ষা প্ৰদান।

CCIG : দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাথলিক সেন্টার অফ জেনেভা একটি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) যা ১৯৫০ সালে ২০টির বেশি খ্রিস্টীয় মতবাদে অনুপ্রাণিত এনজিও নিয়ে তৈরি হয়েছিল। সি-সআইজি এনজিওগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে যাতে তারা বিশ্বজুড়ে অতি দরিদ্র জাতি গোষ্ঠীর মানবাধিকার ভোগে উন্নতি সাধন কল্পে স্থানীয় কলাকুশলীদের অধীনে জাতিসংঘের অনুমিত কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে যারা সুবিধা বঞ্চিত তারা পুরোপুরি সুবিধা পেতে পারে। ২০১৫ সালে ঈঈওএ ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল কাউন্সিলের বিশেষ পরামর্শদাতার মর্যাদা লাভ করেছে।

ম্যারিস্ট ব্রাদার ট্রাস্ট বাংলাদেশ : ২০১৫ সালে দ্যা ম্যারিস্ট ব্রাদার ট্রাস্ট বাংলাদেশের সকল মিশন এবং ম্যারিস্ট ব্রাদারদের কার্যক্রম, ম্যারিস্ট সিস্টার ও লে ম্যারিস্টদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেন্ট মার্সেলিন চ্যাম্পেনিয়ান আদর্শে অনুপ্রাণিত ম্যারিস্ট ব্রাদাররা বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষত খাসজমিতে বসবাসরত নৃগোষ্ঠি যারা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা হতে বঞ্চিত তাদের জন্য দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পেশাদারী মনোভাব তৈরিতে কাজ করছে।

INTRODUCTION AND METHDOLOGY

» This stakeholders' report is a joint submission of the above-mentioned organizations. The report highlights key concerns related to the rights of children living in the tea gardens of Sylhet (Bangladesh), focusing on the following 4 key areas:

- a. Corporal Punishment
- b. Child Labour
- c. Forced Child Marriages
- d. Access to Quality Education

Each section conveys recommendations to the Government of Bangladesh.

» This NGO coalition welcomes the constructive participation of Bangladesh in the Universal Periodic Review (UPR). Bangladesh was last reviewed on 18 May 2018 at the 30th Session of the UPR Working Group. On this occasion, Bangladesh received 251 recommendations, of which it accepted 178 recommendations and noted 73¹. The present joint submission represents the follow-up to the UPR recommendations accepted by the State in 2018, and in particular recommendation 147.51 by Poland calling to "Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education"².

» The data and information obtained for this submission came from various sources and includes information from educators, social workers and secondary school students belonging to the North Eastern Region of Bangladesh known as Sylhet; specifically, the Tea Garden Estates of

ভূমিকা ও কার্যপদ্ধতি :

উক্ত শ্বতিবেদনটি উপরোল্লিখিত এনজিওগুলির যৌথ সহযোগীতা ও কর্মপরিচালনার ফল। শ্বতিবেদনটি সিলেটের (বাংলাদেশ) চা বাগানে বসবাসকারী শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত শ্বতি-বন্ধকতা বিষয়ে যে উদ্বেগগুলো শ্বকাশ করে তা মূলত চারটি বিষয়কে চিহ্নিত করে।

- ১। শারীরিক শাস্তি
- ২। শিশুশ্রম
- ৩। বাল্য বিবাহ
- ৪। গুনগত শিক্ষায় শ্ববেশাধিকার

শ্বতিটি বিষয়ের পর্যবেক্ষন সাপেক্ষে বাংলা-দেশ সরকারের নিকট সুপারিশ পৌঁছানো এই শ্বতিবেদনের উদ্দেশ্য। এই এনজিও জোট বিশ্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায় বাংলা-দেশের গঠনমূলক অংশশ্বহনকে অভ্যর্থনা জান-য়া। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে ১৮ই মে টচজ এর ৩০তম কার্যকালের কর্মীদের দ্বারা সর্বশেষ পর্যবেক্ষন করা হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলা-দেশ ২৫১টি সুপারিশশ্বাণ্ড হয় যার মধ্যে ১৭৮টি গৃহীত ও ৭৩টি আমলে আনা হয়। বর্তমানে যৌথ দাখিলাটি ২০১৮ সালে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সুপ-ারিশ গুলোর অনুসরনের শ্বতিনিধিত্ব করে এবং বিশেষ করে পোলান্ডের সুপারিশ ১৪৭.৫১।

উক্ত শ্বতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য সমূহের উৎস হলো বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বসবাসকারী শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-

¹Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1

²Recommendation No. 147.51 Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education (Poland). Idem.



Moulvibazar District. The data was collected through interviews with relevant stakeholders and a survey conducted during the months of January and February 2023 from a population sample of 600 students, 50 teachers and 60 families of the tea gardens. All information covers the period from the previous UPR of Bangladesh - held in May 2018 - to March 2023.

CHILDREN IN THE TEA GARDENS OF SYLHET

- » Children in the tea gardens of Sylhet experience very serious human rights challenges. Compared to other children in the mainstream community, children in the tea gardens are found to be deprived of their rights as human beings due to the different reasons underlying the socio-economic conditions of their families. Parents of the tea garden children have meager earnings, as low as below 2 dollars per day. Unlike children from the mainstream community, tea garden children are the most exploited in terms of child labour and the most neglected with regard to the quality of education they receive.
- » Available data shows that 61.4 per cent of tea garden workers and their children are poor, which is almost three times the national poverty rate, while the rate of extreme poverty in the tea garden area is estimated at 42.7 per cent. As a consequence of this extreme poverty, many parents

খী, বিশেষ করে যারা চা বাগানের সাথে সম্পৃক্ত। চা বাগানটি মৌলভীবাজার জেলায় অন্তর্গত। এই তথ্যসমূহ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এ ৬০টি পরিবার, ৬০০ জন ছাত্রছাত্রী ও ৫০ জন শিক্ষকের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সম্পৃক্ত এনজিওরা জরিপ চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। সকল তথ্যসমূহ বাংলাদেশে মে ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২৩ সময়ের জরিপের ফলাফল।

সিলেটের চা বাগান অঞ্চলের শিশুরা

সিলেট অঞ্চলের চা বাগানের শিশুরা মারাত্মকভাবে মানবাধিকার ঝুঁকির মধ্যে বড় হয়। মূলধারায় বা অন্যান্য অঞ্চলের শিশুদের তুলনায় চা শ্রমিকের শিশুরা পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে বিশেষভাবে মানবাধিকার বঞ্চিত হয়। চা শ্রমিকেরা দৈনিক ২ ডলারের কম (১৭০ টাকা) আয় করে থাকে যার ফলশ্রুতিতে সাধারণ পরিবারের চেয়ে চা শ্রমিকের সন্তানেরা বেশি পরিমাণে কাজে প্লেবিত হয় এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দারিদ্রতার কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা চা বাগানে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত।

এই জরিপের উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ৬১.৪ শতাংশ দরিদ্র। যা জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্রের ৩ গুন, যেখানে চা বাগানে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী চা শ্রমিকের পরিমাণ ৪২.৭ শতাংশ। এই অতি দারিদ্রের ফলস্বরূপ অধিকাংশ অভিভাবক স্কুল গমনের উপযোগী শিশুদের একটু অধিক আয়ের আশায় কাজে পাঠায়। প্লেবিত তথ্য

³The Prothom Alo Newspaper, Wednesday 22, 2023.

⁴The Daily Star Newspaper, Wednesday 22, 2023.

⁵Almost all the schools in the tea gardens are run by NGOs and Tea Gardens Owners.

⁶Ibid 4.

take their school-age children with them to work in the tea garden so as to earn a little more income. This assertion is validated by the data that shows that the percentage of tea-garden children aged 5-17 involved in child labour is 29.8 percent in Habiganj, 15.6 percent in Moulvibazar and in 19.3 percent Sylhet, while the national average is 6.8 per cent³. Tea-garden children mostly work as substitutes of or in addition to a family member in order to keep a steady income and to secure more income⁴. Other available data indicates that the average span of schooling in the tea garden areas is 2.9 years, compared to the national average of 6.2 years; implying that the dropout rate from schools⁵ in the tea garden is higher than the national one⁶.

CORPORAL PUNISHMENT

- » This NGO coalition welcomes the acceptance by Bangladesh of recommendations No. 147.45, 147.51, 147.52, 147.55, 147.56, 147.145 and 147.150 concerning the eradication of all forms of violence against children, including corporal punishment, child labour, and forced child marriages⁷. Violence against children has multiple manifestations such as physical, mental, psychological,

অনুযায়ী ৫-৭ বছরের চা বাগানের শিশুর ২৯.৮ শতাংশ হবিগঞ্জ, ১৬.৬ শতাংশ মৌলভীবাজার, ২৯.৩ শতাংশ সিলেটে শিশুশ্রমের সাথে জড়িত। যেখানে শিশুশ্রমের জাতীয় গড় ৬.৮%। চা বাগানের বেশিভাগ শিশুরাই একটি স্থির আয় বজায় রাখতে বা আরো আয় নিশ্চিত করতে পরিবারের অন্য কোন সদস্যের বিকল্প হিসাবে কাজ করে থাকে।

অন্যান্য উপলব্ধ তথ্য ইঙ্গিত করে, চা বাগান এলাকায় শিশুদের স্কুলে পড়ার গড় সময়কাল ২.৯ বছর। অপরদিকে স্কুলে পড়ার জাতীয় গড় সময়কাল ৬.২ বছর। যাতে প্ৰমাণিত হয় চা বাগান অঞ্চলে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার জাতীয়গড়ের তুলনায় অনেক বেশি।

শারীরিক শাস্তি

এই এনজিওর জোট শিশুদের মধ্যে সবধরনের সহিংসতা দূরীকরণের বিষয়ে বাংলাদেশের সুপারিশ নং ১৪৭.৪৫, ১৪৭.৫১, ১৪৭.৫২, ১৪৭.৫৫, ১৪৭.৫৬, ১৪৭.১৪৫ এবং ১৪৭.১৫০ গৃহণকে স্বাগত জানায়। যা শিশুদের উপর সকল ধরনের সহিংসতা সমূলে উৎপাটন করতে সাহায্য করবে। শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্ৰকাশের বিভিন্ন ধরনগুলো হলো: শারীরিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, যৌন নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক। উক্ত জরীপের মূল

⁷Recommendations No. 147.45 Enact legislation clearly prohibiting corporal punishment (Zambia); 147.51 Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education (Poland); 147.52 Establish a comprehensive national system for the protection of children to prevent and respond to violence against children, prohibit corporal punishment of children and implement awareness and education programmes in this area (Uruguay); 147.55 Explicitly prohibit corporal punishment of children in all settings, including at home (Montenegro); 147.56 Consider revising the Penal Code and the Children Act in order to prohibit corporal punishment of children in all settings and raising the minimum legal age for marriage to 18 years under all circumstances (Namibia); 147.145 Strengthen existing monitoring mechanisms to protect women and children from all forms of violence and exploitation (Nepal); 147.150 Take strong measures to eradicate child labour, and violence and crimes against children (Chile). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1

sexual and economic. In this report, the carried-out survey's main concern and focus was limited to the physical abuse of children known as corporal punishment occurring in homes and schools, in accordance with definition provided by the UN Committee on the Rights of the Child⁸. The same practice in Bangladesh is also referred to as PHP (physical and harmful punishment).

Corporal Punishment in Schools

- » In Bangladesh, corporal punishment is unlawful in schools according to a Supreme Court judgment issued on 13 January 2011 which stated that it violated the Constitutional prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading punishment or treatment. In response to the Supreme Court Ruling, the Ministry of Education published a circular which came into effect in April 2011, stating that corporal punishment is prohibited in schools, that it constitutes misconduct and that measures will be taken against perpetrators under the Penal Code and the Children Act. Following the Supreme Court's directive to abolish corporal punishment and to amend the Children Act 1974, the Children Act 2013 was enacted; it includes the offence of cruelty against children (section 70), punishing "any person having the custody, charge or care of any child who assaults, abuses, neglects, forsakes, abandons unprotected, uses for personal

দৃষ্টিপাতের বিষয়ছিল শিশুদের ঋতি শারীরিক নিপীড়ন, যা বিদ্যালয় এবং বাড়িতে সংগঠিত হয়ে থাকে। জাতিসংঘের ঋদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে বাড়ি ও স্কুলে ঘটে যাওয়া এ সমস্ত নির্যাতন শারীরিক শাস্তি হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশে একই ঋথাকে পিএইচপি(শারীরিক ও ক্ষতিকর শাস্তি) হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

স্কুলে শারীরিক শাস্তি :

বাংলাদেশে ১৩ই জানুয়ারী ২০১১ এ জারি করা সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় অনুসারে স্কুলগুলিতে শারীরিক শাস্তি বেআইনি। যা বলে যে এটি নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তি বা আচরণের সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ঋতিক্রমায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি ঋকাশ করে যা এপ্রিল ২০১১ সালে কার্যকর হয়েছিল, বলা হয়েছে যে স্কুলগুলিতে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ, এটি অসদাচরণ গঠন করে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির অধীনে শিশু আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শারীরিক শাস্তি বাতিল এবং শিশু আইন ১৯৭৪ সংশোধন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, শিশু আইন ২০১৩ ঋণীত হয়েছিল, এটি শিশুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করে। (ধারা ৭০ অনুযায়ী) যে কোন শিশুর দায়িত্ব নেওয়ার পরে তাকে লাঞ্ছনা, গালি দেওয়া, অবহেলা, পরিত্যাগ করা,

⁸The Committee defines "corporal" or "physical" punishment as any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light. Most involves hitting ("smacking", "slapping", "spanking") children, with the hand or with an implement - a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. But it can also involve, for example, kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scalding or forced ingestion (for example, washing children's mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices). In the view of the Committee, corporal punishment is invariably degrading. In addition, there are other non-physical forms of punishment that are also cruel and degrading and thus incompatible with the Convention. These include, for example, punishment which belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules the child. See CRC General Comment No. 8 (2006), UN Doc. CRC/C/GC/8, p. 4, § 11.

⁹The Daily Star Friday 24, 2023: Khandaker Farzana Rahman: Last update on Sun Mar 8, 2015 01:53 AM



services, or exposes in an obscene way such child and such assault, abuse, negligence, forsaking, abandonment, or the use in personal service causes unnecessary suffering or such injury to his health that it leads to loss of the child's eyesight or hearing or injury to any of limb or organ of the body and any mental derangement". However, the Children Act 2013 does not have any particular provision prohibiting corporal punishment in schools or madrasas⁹.

Corporal Punishment in Homes

- » Despite the positive developments which have occurred in domestic law in recent years, corporal punishment is not categorically prohibited at home either, since Article 89 of the Penal Code 1860 states that: "Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under twelve years of age, or of unsound mind by or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person". This article can be interpreted as providing exceptions in favor of corporal

অরক্ষিত অবস্থায় ফেলা, ব্যক্তিগত পরিষেবায় ব্যবহার করা বা অশ্লীল উপায়ে ঝুঁকায় করা এমন আচরণ, অপব্যহার ইত্যাদির কারণে শিশুর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি হারানো, শরীরের অঙ্গ ঝুঁতপে আঘাত এবং মানসিক বিপর্যয় ঘটলে অপরাধী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সর্বোপরি শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী স্কুল ও মাদ্রাসায় শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের কোন বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই।

বাড়িতে শারীরিক শাস্তি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশের প্ৰচলিত আইনে ঘটে যাওয়া ইতিবাচক বিকাশ সত্ত্বেও শারীরিক শাস্তি বাড়িতেও স্পষ্টতই নিষিদ্ধ নয়, যেহেতু দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ৮৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, "কান্ট্রি রিপোর্ট অনুযায়ী পেনেল কোড ১৮৬০ এর ৮৯ ধারা অনুযায়ী কোনো কিছুই যা ১২ বছর এর কম বয়সি কোনো ব্যক্তির উপকারের জন্য অথবা অভিভাবক বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মতির দ্বারা অস্বাস্থ্যকর মনের জন্য করা হয় না সেই ব্যক্তির বৈধ চার্জ এটি হতে পারে এমন কোনো ক্ষতির কারণে একটি অপরাধ"।

উক্ত ধারাটি পরোক্ষভাবে শারীরিক শাস্তির (মারধর ও গালিগালাজ) পক্ষে অবস্থান নেয়। বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগ বাড়িতে শাস্তি নিষিদ্ধ করার আহবান জানিয়েছেন এবং সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে শিশু আইন ১৯৭৪ সংশোধনের জন্য এবং এটিকে (মারধর) পিতামাতার (এবং নিয়োগকর্তার) জন্য শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ বা বাতিল। শিশু আইন ২০১৩, যা শিশু আইন ১৯৭৪ এর সংশোধিত রূপ। কিন্তু তা পিএইচপি বা শারীরিক ক্ষতিকর শাস্তি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়।



punishment. In the 2011 ruling on corporal punishment in schools, the Supreme Court of Bangladesh High Court Division called for prohibition of corporal punishment in the home and directed the Government to consider amending the Children Act 1974 to make it an offence for parents (and employers) to impose corporal punishment on children. The Children Act 2013, which repeals the Children Act 1974, failed to achieve this, since it does not categorically prohibit the use of PHP on children in all settings.

- » This is also in conflict with the position of the UN Committee on the Rights of the Child, according to whom “it is clear that the practice [of corporal punishment] directly conflicts with the equal and inalienable rights of children to respect for their human dignity and physical integrity. The distinct nature of children, their initial dependent and developmental state, their unique human potential as well as their vulnerability, all demand the need for more, rather than less, legal and other protection from all forms of violence.”¹⁰
- » As a matter of fact, the number of cases of violence reported in families, schools and alternative care settings, remain very high. The survey conducted by this NGO coalition in the tea gardens of Sylhet between January and February 2023 revealed that despite the high degree of awareness¹¹ by both children and guardians about behaviors that are to be considered violent and therefore unacceptable when directed toward

এটি শিশু অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটির অবস্থানের সাথেও সাংঘর্ষিক। যা মতে এটি স্পষ্ট যে শারীরিক শাস্তির প্য়োগ শিশুদের মানবিক মর্যাদার প্য়তি অসম্মান এবং আত্মসম্মান এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। শিশুদের স্বতন্ত্র প্য়কৃতি তাদের প্য়থমিক নির্ভরশীল এবং বিকাশের অবস্থা এগুলোর প্য়তি দায়িত্ব আরোপ করা এসবই সব ধরনের আই-নগত এবং অন্যান্য সুরক্ষার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্য়সঙ্গত যে এই প্য়তিবেদনে উল্লেখিত শিশুদের প্য়তি সহিংসতার ঘটনাগুলো পরিবার, বিদ্যালয় ও অন্যান্য পারিবারিক আবহে বেশি সংঘটিত হয়। এনজিও জোটের উপলব্ধ তথ্য থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী অভিভাবকরা উচ্চমাত্রার সচেতন হওয়া সত্ত্বেও শিশুদের প্য়তি অগ্নহনযোগ্য/অসদাচরন করে থাকে। জরিপে দেখা যায় যে ৬০০ এর মধ্যে ৩৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী যা শতকরা ৬৫% সাক্ষাৎকারে বলেছে যে তারা পরিবারে শারীরিকভাবে নির্যাতিত। যেখানে ৩১৩ জন যা পরিসংখ্যানের ৫২% তাদের ভাষ্যমতে স্কুলে নির্যাতিত হয়েছে। ৪৬ শতাংশ অভিভাবক নিশ্চিত করেছেন যে তারা তাদের সন্তানকে শারীরিক নির্যাতন করেছেন এবং তারা এটি সমর্থন করে। তাদের দ্বারা অন্তত একবার হলেও সন্তানের প্য়তি শারীরিক নির্যাতন সংগঠিত হয়েছে।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন অবৈধ/অনুচিত জানা সত্ত্বেও বেশির ভাগ অভিভাবক বলেছেন

¹⁰See CRC General Comment No. 8 (2006), UN Doc. CRC/C/GC/8, p. 6, § 21.

¹¹75 percent of the students not only stated that they understood what violence against children is, they also explained clearly what “violence against children” is. As for the parents, guardians and teachers, they all stated that they know what violence against children is.

¹²Recommendation n.149.13 Ratify the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No.138) and Occupational Cancer Convention, 1974 (No.139) for the elimination of child labour (Spain). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1

children, 392 students out of 600 representing 65 percent, stated that they were abused physically at home, whereas 313 representing 52 percent, stated that they were physically abused at school. This is confirmed by 46 percent of the parents who affirmed that they have used corporal punishment against their children at least once.

- » Most of the parents, despite knowing that PHP is a bad practice, said that they had to beat the child or use abusive language in order to discipline him/her. The conclusions from the findings of the survey on violence against children is that both guardians and teachers are aware that violence against children is prohibited by the law, and yet perceive it as a needed method to teach discipline to the children. Accordingly, in its General Comment No. 8, the UN Committee on the Rights of the Child refers to the “widespread acceptance or tolerance of corporal punishment of children” and reiterates that “eliminating it, in the family, schools and other settings, is not only an obligation of States parties under the Convention. It is also a key strategy for reducing and preventing all forms of violence in societies”¹².

In the light of CRC general comment No. 8 (2006) on the right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment, this NGO coalition recommends the Government of Bangladesh to:

- Adopt all necessary measures to promote positive, non-violent**

যে, তাদের শিশুকে মারধর করতে হবে বা তাকে শাসন করার জন্য গালিগালাজ করতে হবে। শিশুদের ক্ষতি সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত সমীক্ষার ফলাফল থেকে প্লাম্প উপসংহার হলো অভিভাবক এবং শিক্ষক উভয়ই অবগত যে, শিশুদের ক্ষতি সহিংসতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ এবং তবুও শিশুদের শৃঙ্খলা শেখানোর জন্য এটি একটি প্য়োজনীয় পদ্ধতি হিসেবে উপলব্ধি করে। তদানুসারে শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি কর্তৃক সাধারণত শারীরিক ও মানসিক মন্তব্য নং-৮,- “শিশুদের শারীরিক শাস্তির ব্যাপক গৃহণযোগ্যতা বা সহনশীলতা” এবং পূর্ণব্যক্ত করে যে “পরিবার, স্কুল এবং অন্যান্য জায়গায় এটি (শারীরিক শাস্তি) নির্মূল করা”। সম্মেলনের অধীনস্থ রাষ্ট্রপক্ষগুলোর শুধুমাত্র একটি বাধ্যবাদকতা নয়; এটি সমাজের সকল প্কার সহিংসতা হ্রাস ও প্রতিরোধ করার জন্য একটি মূল কৌশল।

সিআরসি : সাধারণ মন্তব্য নং-৮ (২০০৬) এর আলোকে শিশুর শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর বা অবমাননাকর শাস্তি থেকে সুরক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায়

**এই এনজিও জোট বাংলাদেশ সরকারকে
নিম্নজ্ঞো সুপারিশ করে:**

(ক) শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে মানব-াধিকার শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ শিশুপালন ও শৃঙ্খলা ইতিবাচক, অহিংস এবং অংশগৃহণমূলক আচরণগুলোকে উন্নিত করার জন্য সমস্থ প্য়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহণ করতে হবে।

(খ) একটি জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন

and participatory forms of child-rearing and discipline, including implementing human rights education programmes addressed to teachers and parents.

b. Create a National Child Rights Commission (NCRC) that will strictly monitor the implementation of the ban on corporal punishment in all educational institutions.

c. Form child help desks where all the PHP will be reported and strengthen the training of officials responsible for law enforcement on children's rights.

CHILD LABOUR AND ACCESS TO QUALITY EDUCATION

» Even though Bangladesh only took note of the recommendation No.149.13¹³, we highly commend the government of Bangladesh for ratifying the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No.138) which will enter into force for Bangladesh on 22 March 2023¹⁴. Other relevant UPR recommendations No. 147.51 and 147.150 were also accepted by Bangladesh in 2018¹⁵. Moreover, we take note that during the UPR, the head of the delegation stated that “Bangladesh was committed to eliminating child labour in all its forms by 2025, as enshrined in Sustainable Development Goal 8.7¹⁶”.

(এনসিআরসি) তৈরি করতে হবে যা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

(গ) চাইল্ড হেল্প ডেস্ক গঠন করতে হবে যেখানে সমস্ত শারীরিক ক্ষতিকর শাস্তির অভিযোগ রিপোর্ট করা হবে এবং শিশুদের অধিকারের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকে শক্তিশালী করা হবে।

শিশুশ্রম ও গুণগত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার

যদিও বাংলাদেশ শুধুমাত্র আইএলও চুক্তির সুপারিশ নং (১৪৯.১৩) আমলে এনেছে, আমরা আইএলও নূন্যতম বয়স ১৯৭৩ (নং ১৩৮) অনুমোদন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত প্রশংসা করছি, আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের এই বয়স সীমা বাংলাদেশের জন্য ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে কার্যকর হবে। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ইউপিআর সুপারিশ নং ১৭১৪ এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশ কর্তৃক ১৪৭.৫১ এবং ১৪৭.১৫০ গৃহিত হয়েছিল এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করি যে, ইউপিআর চলকালীন, প্রতিনিধি দলের প্রধান বলেছিলেন যে “বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মধ্যে শিশু শ্রম নিমূল করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৮.৭ এর অন্তর্ভুক্ত”।

১৯৭৩ এর শিশুশ্রম আইন এর ৩নং অনুচ্ছেদ

¹³Recommendation n. 149.13 Ratify the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) for the elimination of child labour (Spain). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1

¹⁴https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103500

¹⁵Recommendations n. 147.51 Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education (Poland); 147.150 Take strong measures to eradicate child labour, and violence and crimes against children (Chile). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1

¹⁶Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12, § 106.



- » According to Article 3 of the Minimum Age Convention 1973, the general minimum age for admission to employment or work is at 15 years, and at 13 years for light work with the fulfilment of the required conditions. The standard for hazardous work is at 18 years and under certain strict conditions at 16 years. In Bangladesh, the 2006 Labour Act defined a child as a person below the age of 14, and following this definition, the Government of Bangladesh fixed the Minimum Age for labour at 14 years, and therefore those aged between 15 and 18 are considered as adults.
- » Already in 2015, “While noting the adoption of the National Child Labour Elimination Policy in 2010, in which the minimum age for employment was set at 14 years and the engagement of children below the age of 18 in hazardous work was prohibited, the [UN Committee on the Rights of the Child] remains concerned about the weak and insufficient implementation of the legislation on child labour. It is further concerned about the significant number of children being engaged in labour, many of them in hazardous conditions, and in domestic work where they are vulnerable to violence and sexual abuse.”¹⁷
- » These concerns, echoed in the 2018 UPR recommendations, are still

অনুযায়ী শিশুদের চাকরি বা কাজের ন্যূনতম বয়স ১৫ বছর এবং ঋয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে ১৩ বছরের শিশুকে হালকা কাজে নিয়োগ করা যায়। কিন্তু বিপদজনক কাজের জন্য বয়স অবশ্যই ১৮ বছর হতে হবে, যেখানে ১৬ বছরের শিশুদের কঠোর শর্ত সাপেক্ষে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব। বাংলাদেশে ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী একজন ১৪ বছরের কম বয়সী মানুষকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশ সরকার শিশু শ্রমের ন্যূনতম বয়স ১৪ নির্ধারণ করেছে, যেখানে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা প্লাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ২০১৫ সালের জাতীয় শিশুশ্রম নি-মূলনীতি যা ২০১০ সালে গৃহিত হয়েছে। যেখ-ানে ন্যূনতম ১৪ বছরের শিশুকে কাজে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (শিশু অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি)। এ এনজিও জোট শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইনের দুর্বল ও অপরিপূর্ণ ঋয়োগের বিষয়ে উদ্বেগিতা ঋকাশ করেছে যেখ-ানে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের বিপদজনক কাজে নিযুক্ত হয়। বিশেষকরে গৃহকর্মীর কাজে নিযুক্ত শিশুরা শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ও বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার মুখোমুখি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। ২০১৮ সালের ইউপিঅ-ার সুপারিশ অনুযায়ী সিলেটের ২৯.৮% চা বাগ-ানের শিশুরা যাদের বয়স ৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে তারা শিশুশ্রমে জড়িত, হবিগঞ্জে এর পরি-

¹⁷Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Bangladesh, 30 October 2015, UN Doc. CRC/C/BGD/CO/5, p. 15, § 74.

¹⁸The Prothom Alo Newspaper, Wednesday 22, 2023

¹⁹The Daily Star Newspaper, Wednesday 22, 2023

²⁰Almost all the schools in the tea gardens are run by NGOs and Tea Gardens Owners

²¹Ibid 4

²²Raquib A Deputy Director- Play to Learn (PtL), Humanitarian Programs, Sesame Workshop Published Sep 7, 2018

²³The Prothom Alo, March 29, 2022

topical with 29.8 percent of tea-garden children aged 5-17 involved in child labour in Habiganj, 15.6 percent in Moulvibazar and 19.3 percent in Sylhet. These data are even more alarming if compared with the national average of 6.8 per cent of child workers¹⁸. Tea-garden children mostly work as substitutes of or in addition to a family member in order to keep a steady income and to secure more income¹⁹.

- » Sadly, available data indicates that the average span of schooling in the tea garden areas is 2.9 years, compared to the national average of 6.2 years; implying that the dropout rate from schools²⁰ in tea garden is higher than the national one²¹.

Concerns for the impact of the 14 years minimum age on the enjoyment of the right to education

- » As mentioned above, this NGO coalition conducted a survey in the Tea gardens of Sylhet where quality education is a far-fetched dream. Most of the children aged 14 years in the tea gardens are either in classes 7 or 8, and a significant number of them can hardly read or write. In areas already suffering from a low school completion rate, the opportunity to get employed at the age of 14 only

মাণ ১৫.৬ শতাংশ, মৌলভীবাজারে ১৯.৩ শতাংশ আরও উদ্বেগের বিষয় যা শিশুশ্রমের জাতীয়গড় ৬.৮ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি। দুঃখজনক বিষয় যে চা বাগানের অধিকাংশ শিশুরা পরিবারের আয় সুরক্ষিত করা/বৃদ্ধি করা(হাজিরা না কাটা) এ সকল কারণে পরিবারে কোন সদস্যের বিকল্প হিসাবে কাজ করে থাকে।

অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, অন্যান্য উপলব্ধ তথ্য ইঙ্গিত করে যে চা বাগান এলাকায় শিশুদের স্কুলে পড়ার গড় সময়কাল ২.৯ বছর। অপরদিকে স্কুলে পড়ার জাতীয় গড় সময়কাল ৬.২ বছর। যাতে প্রমাণিত হয় চা বাগান অঞ্চলে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার জাতীয়গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। অর্থাৎ তারা প্রাথমিক শিক্ষা স্তরও সম্পন্ন করতে পারেনা।

শিক্ষার অধিকার ভোগের উপর ন্যূনতম বয়স ১৪ বছরের প্রভাবের জন্য উদ্বেগ

উপরে উল্লিখিত পর্যালোচনায়, এই এনজিও জোট সিলেটের চা বাগানে একটি সমীক্ষা চালায় যেখানে মানসম্মত শিক্ষা একটি দূরের স্বপ্ন বা বিলাসিতা। চা বাগানের ১৪ বছর বয়সী শিশুদের বেশিরভাগই হয় ৭ম বা ৮ম শ্রেণিতে পড়ে এবং তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পড়তে বা লিখতে পারে না। যে সকল এলাকায় এরই মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল সমাপ্তির হার বেশি, সেসব এলাকায় ১৪ বছর বয়সে কাজ পাওয়ার সুযোগ শুধুমাত্র একটি পরিপূরক পেশার পরিবর্তে স্কুলে বিকল্প

risks to become an alternative to school instead of a complementary occupation and to greatly worsen the already precarious illiterate levels of the population of Sylhet.

- » Accordingly, findings of the survey conducted by this NGO coalition report that 26 percent of the respondents stated that their siblings are working to earn money instead of going to school, whereas 30 percent said that their friends are working instead of going to school. These findings are corroborated by A. Raquib's 2018 study²² which showed that 20 percent of the tea garden students were absent from school due to their involvement in income earning jobs. On the same lines, in a recent report by UNICEF reported in The Prothom Alo²³, the UNICEF's chief of social policy Mekonnen Woldegorgis said the percentage of child labor is 18.8 per cent in the tea garden.
- » Moreover, the growing number of absenteeism and dropout from school due to child labour is encouraged by owners of the betel leaf and tea gardens factories. As a result of interviews conducted by this NGO coalition, school authorities, teachers and parents reported that a growing number of children prefer working in Punji betel leaf gardens to regularly going to school. Parents also reported that the tea garden owners force them to bring their children aged 15 or more to work in the tea gardens; threatening to cut their weekly food rationing if they refused to comply with the tea garden owners' directives.

হয়ে উঠায় ঝুঁকি তৈরি করে। যেখানে সিলেটের মতো বিপদজনক হারে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে।

তদনুযায়ী এই এনজিও জোট দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে যে তাদের ভাইবোনেরা স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করছে। যেখানে ৩০ শতাংশ বলেছে যে তাদের বন্ধুরা স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে কাজে যায়। এই ফলাফলগুলি এ. রকিবের ২০১৮ সালের সমীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা দেখিয়েছে যে চা বাগানের ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের আয় উপার্জনের জন্য চাকরিতে জড়িত থাকার কারণে স্কুলে অনুপস্থিত ছিল। একই সূত্রে প্রথম আলোতে প্রকাশিত ইউনিসেফের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে, ইউনিসেফের সামাজিক নীতি বিষয়ক প্রধান মেকনেন ওল্ডেগোসিস বলেছেন যে, চা বাগানে শিশুশ্রমের হার ১৮.৮ শতাংশ।

তদুপরি, শিশুশ্রমের কারণে অনুপস্থিত এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা চা পাতা ও চা বাগান কারখানার মালিকের দ্বারা উৎসাহিত হয়। এই এনজিও জোট দ্বারা পরিচালিত সাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষক এবং অভিভাবকরা জানিয়েছেন যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শিশু নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে পুঞ্জিতে পানের বাগানে কাজ করতে পছন্দ করে। অভিভাবকরা আরও জানিয়েছেন যে চা বাগান মালিকরা শ্রমিকদের ১৫ বা তার বেশি বয়সী সন্তানদের চা বাগানে কাজ করার জন্য আনতে বাধ্য করে এবং চা বাগান মালিকদের নির্দেশনা মানতে অস্বীকার করলে তাদের সাপ্তাহিক খাবারের রেশনিং কমানোর হুমকি দেন।



Improving access to quality education

- » This NGO coalition commends the government of Bangladesh for accepting recommendation no. 147.51²⁴ to improve access to education. While commending the efforts of the government to ensure free education, we note with concern the persistence of school fees especially in secondary education, which makes access to education for all the children of the tea garden yet to be achieved.
- » Moreover, the survey carried by this NGO coalition showed that most of the schools in tea gardens are run by NGOs and Tea Garden Owners. When asked if all the siblings in the family go to school, 91 percent of the respondents said yes, while only 9 percent said no. When further asked if all the children in the village go to school, 22 percent said no, revealing a higher percentage. The given reason for not going to school refers to the fact that poor families cannot afford to pay school fees, particularly in secondary schools.
- » Quality education is difficult to achieve in the tea gardens, mainly due to lack of qualified teachers, with a Bachelor's degree in education (BAED). Unfortunately, the NGOs and

মানসম্মত শিক্ষায় প্বেশাধিকার উন্নত করা

এই এনজিও কোয়ালিশন, শিক্ষায় প্বেশাধিকার উন্নত করার লক্ষ্যে সুপারিশ নং ১৪৭.৫১ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্বেশংসা করে এবং বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্বেচেষ্টার প্বেশংসা করে। কিন্তু আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করি, বিশেষত মাধ্যমিক শিক্ষায় বিদ্যমান স্কুল ফি, চা বাগানের শিশুদের শিক্ষায় অবাধে প্বেশাধিকার অর্জনে এখনও বাধা।

অধিকন্তু এই এনজিও জোট দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে চা বাগানের বেশিভাগ স্কুল এনজিও এবং চা বাগান মালিক কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরিবারের সকল ভাই-বোন স্কুলে যায় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরদাতাদের ৯১ শতাংশ হ্যাঁ বলেছেন, যেখানে মাত্র ৯ শতাংশ না বলেছেন। যখন আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে গ্রামের সমস্ত শিশু স্কুলে যায় কিনা ২২ শতাংশ মানুষ উত্তরে না বলেছেন, যা একটি উচ্চহার প্বেকাশ করে। স্কুলে না যাওয়ার প্বেদন্ত কারণ ছিল দরিদ্র পরিবার গুলো স্কুলের খরচ বহন করতে না পারা, বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কুলের ফি দিতে অক্ষমতা।

চা বাগানে মান সম্মত শিক্ষা অর্জন করা কঠিন, মূলত শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী (বিএড) যোগ্য শিক্ষকের অভাবের কারণে। দুর্ভাগ্যবশত

²⁴147.51 Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education (Poland). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1.

²⁵Raquib A Deputy Director- Play to Learn (PtL), Humanitarian Programs, Sesame Workshop Published Sep 7, 2018

²⁶Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Bangladesh, 30 October 2015, UN Doc. CRC/C/BGD/CO/5, p. 3, § 14.

Tea Garden Owners schools are filled with untrained teachers as most of the qualified teachers opt for working in Government run schools for better salaries. Another alarming factor is the teacher-pupil ratio which in some schools is as bad as one teacher per school according to the study by A. Raquib (2018)²⁵.

- » Already in 2015, in its Concluding observations on the fifth periodic report of Bangladesh, the UN Committee on the Rights of the Child was “concerned at the lack of reliable disaggregated data necessary for effective evaluation of the implementation of the Convention. It also reiterates its previous concern about the lack of coordination and collaboration among government agencies in data collection and the inadequate technical capabilities for data collection, analysis and reporting.²⁶” Accordingly, we highlight the lack of available data on the implementation of the right to education, preventing effective assessment and comparison of the quality of education provided in the nine districts. This is also due to the lack of supervision and coordination exercised by the Government on educational institutions run by NGOs and other actors. This is even more

এনজিও এবং চা বাগান মালিক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি অশিক্ষিত শিক্ষকে পরিপূর্ণ। কারণ বেশিরভাগ যোগ্য শিক্ষকরা উচ্চ বেতনের জন্য সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে কাজ করা বেছে নেয়। এ. রাকিবের গবেষণা অনুসারে, স্কুলগুলোতে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্ৰতি স্কুলে একজন, যা আরেকটি উদ্বেগের বিষয়।

ইতিমধ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে পঞ্চম পর্যায়ক্রমিক প্ৰতিবেদনে সমাপ্তি পর্যবেক্ষনে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি “সম্মেলন/চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকরী মূল্যায়নের জন্য প্ৰয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য বিচ্ছিন্ন তথ্যের অভাবের বিষয়ে উদ্বেগ ছিল”।

এটি তথ্য সংগ্রহের সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব, ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্ৰতিবেদনের জন্য অপরিপূর্ণ প্ৰযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বের উদ্বেগের কথা পূর্ণব্যক্ত করে। তদানুসারে আমরা শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন, কার্যকর মূল্যায়ন, এবং ৯টি জেলার প্ৰদত্ত শিক্ষার মানের তুলনা সংক্রান্ত উপলব্ধ তথ্যের অভাব তুলে ধরেছি। এছাড়াও এর একটি কারণ হল এনজিও এবং অন্যান্য কলা-কৌশলীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলোতে সরকার কর্তৃক তদারকি এবং সমন্বয়ের অভাব। বিশেষত এটি চা বাগানের মতো অঞ্চলগুলোতে আরও বেশি প্ৰাসঙ্গিক যেখানে খুব কম স্কুল রয়েছে এবং শিক্ষা প্ৰধানত এনজিও এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তি দ্বারা প্ৰদান/ব্যবস্থা করা হয়। এধরনের প্ৰতিষ্ঠানগুলির যে নূন্যতম শিক্ষার মান বজায় রাখে তা নিয়ন্ত্রনে সরকার যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছে না, তথাপি চা বাগানের শিশুদের শিক্ষা প্ৰদান ও এর মান

²⁴14751 Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education (Poland). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1

²⁵Raquib A Deputy Director- Play to Learn (PtL), Humanitarian Programs, Sesame Workshop Published Sep 7, 2018

²⁶Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Bangladesh, 30 October 2015, UN Doc. CRC/C/BGD/CO/5, p. 3, § 14.

relevant in those areas such as the tea gardens where there are very few government-run school and education is mainly provided by NGOs and other actors. Very little is done by the government to control that such institutions comply with minimum educational standards, leaving the quality of education provided to children in the tea gardens exclusively to the effectiveness the NGOs and other private actors running the schools.

This NGO coalition recommends the Government of Bangladesh to:

- a. ***Revise the minimum labour age for children in tea gardens in order to fight the high drop out and illiteracy rates.***
- b. ***Adopt all possible measures de jure and de facto to ensure that child labour, even when legal, does not prevent children from going to school.***
- c. ***Develop poverty alleviation programs to combat drop out especially among children in the tea gardens.***
- d. ***Provide scholarship schemes for students whose parents cannot afford to pay tuition and exam fees.***
- e. ***Ensure adequate and continuous training as well as adequate salaries for teachers of the schools in the tea gardens.***
- f. ***Ensure adequate guidance and supervision to ensure that schools run by NGOs and other private actors comply with international minimum standards of the quality of education.***

একচেটিয়াভাবে এনজিও ও অন্য ব্যক্তিগত বা কর্তাব্যক্তিদের যাদের দ্বারা স্কুল পরিচালিত তাদের কার্যকারিতার উপর ছেড়ে দেয়।

এই এনজিও জোট বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করে :

(ক) উচ্চ ঝরেপড়া এবং নিরক্ষতার হারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চা বাগানে শিশুদের নূন্যতম শ্রম বয়স সংশোধন করুন।

(খ) শিশুশ্রম, এমন কি আইনি হলেও, শিশুদের স্কুলে যেতে বাধা না দেয় তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

(গ) চা বাগানের শিশুদের মধ্যে বিশেষ করে ঝরে পড়া রোধে দারিদ্র-বিমোচন কর্মসূচী গড়ে তোলা।

(ঘ) যেসব ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা টিউশন এবং পরীক্ষার ফি দিতে পারে না তাদের জন্য স্কলারশিপ স্কিম প্রদান করা।

(ঙ) চা বাগানের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বেতন নিশ্চিত করা।

(চ) এনজিও এবং অন্যান্য প্লাইভেট অ্যাক্টর দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলি শিক্ষার মানের আন্তর্জাতিক নূন্যতম মানগুলি মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত নির্দেশিকা এবং তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করুন।



FORCED CHILD MARRIAGES

- » Once again, this NGO coalition commends the government of Bangladesh for accepting relevant UPR recommendations to combat forced child marriages²⁷. We recognize the efforts undertaken by the government of Bangladesh to eradicate child marriages, especially in the pre-COVID-19 era²⁸. Over the decade of 2007–2017, child marriages reduced nationally from 66% to 59%, whereas marriage before 16 years of age plummeted from 46% to 32%. Despite this significant progress, Bangladesh has the fourth highest prevalence of child marriage in the world²⁹ and the highest in Asia.
- » The current domestic law addressing child marriage in Bangladesh is the Child Marriage Restraint Act, 2017 (CMRA) repealing the earlier British law of 1929³⁰. The Act sets the minimum age of marriage for a male as 21 years and for a female as 18 years. CMRA criminalizes contracting, allowing, or solemnising of a child marriage. Despite the stringent provisions in the new law, including its focus on preventive measures, the inclusion of a ‘special provision’ (under section 19 of CMRA)³¹ allowing marriage below 18 years to take place given the parental

জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ

আবারও এই এনজিও জোট জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ ইউপিআর প্ৰদত্ত প্ৰাসঙ্গিক সুপারিশসমূহ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্ৰশংসা করে। আমরা বাল্য বিবাহ নির্মূলে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্ৰচেষ্টাকে স্বীকৃতি জানাই, বিশেষকরে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়কে। ২০০৭-২০১৭ দশকে বাল্য বিবাহের হার জাতীয়ভাবে ৬৬% থেকে ৫৯% নেমেছে। যেখানে ১৬ বছর বয়সের আগে বিবাহ ৪৬% থেকে ৩২% নেমে এসেছে। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার বিশ্বে চতুর্থ এবং এশিয়ায় সর্বোচ্চ।

বর্তমানে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত প্ৰচলিত আইন হলো, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন -২০১৭ (সিএমআরএ) যা বৃটিশ আইন ১৯২৯ এর সংশোধিত রূপ। এ আইনে একজন পুরুষের জন্য বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ২১ এবং মহিলার জন্য সর্বনিম্ন ১৮ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। সিএমআরএ বাল্যবিবাহের চুক্তি করা, অনুমতি দেওয়া বা অনুষ্ঠান স্বীকৃতি প্ৰদানকারীকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে। নতুন আইনে কঠোর বিধান থাকা সত্ত্বেও, প্ৰতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে “একটি বিশেষ বিধান” (সিএমআরএ ধারা ১৯) অন্তর্ভুক্ত করে। যেখানে পিতামাতার সম্মতি এবং আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ১৮ বছরের কম বয়সীদের বিবাহ করার একটি বিশেষ সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিএমআরএ বাংলাদেশে বিশেষ করে চা বাগান অঞ্চলে

²⁷Recommendations n. 147.46 Formulate rules of procedures for the use of clause 22 of the 2017 Child Marriage Restraint Act to clarify existing gaps in order to prevent misuse of the provision allowing marriage for children below the legal age in “special circumstances” (Denmark); 147.47 Continue to strengthen its measures in preventing child marriages (Viet Nam); 147.48 Amend the Child Marriage Restraint Act to maintain the legal minimum age at 18 years (Republic of Korea); 147.49 Move towards the real and effective elimination of child marriage, restricting to the maximum the application of exceptions (Spain); 147.50 Step up measures to combat child prostitution and early marriage (Gabon); 147.51 Strengthen existing law and practice to guarantee effectively the rights of children, in particular by combating violence against children, child labour and forced marriages, and by improving access to education (Poland). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review of Bangladesh, 11 July 2018, UN Doc. A/HRC/39/12 and its Addendum UN Doc. A/HRC/39/12/Add.1.

²⁸Hossain MJ, et al. BMJ Paediatrics Open 2021;5:e001328. doi:10.1136/bmjpo-2021-001328

²⁹UNICEF, March 8, 2021



consent and a court, the CMRA act does little to prevent child marriages in Bangladesh, especially in the Tea Gardens. Worse still, the law sets no minimum age for the parental consent clause. It merely states that a marriage may be granted for “special cases” that adhere to the “greater good of the adolescent.”³² This implies that a girl below 18 years of age can be married at any age.

- » Based on a recent survey³³, about 59% of women in the country aged 20–24 years were married before the age of 18 years. In 2021, the number of child brides was a staggering 38 million, while around 13 million of them had been forced into marriage even before 15 years of age. They also reported that there has been a 13 percent increase in forced child marriages since the inception of Covid-19, and that most of these marriages happened in rural Bangladesh: the tea gardens included.
- » The survey conducted by this NGO coalition also shows a prevalence of child marriages in the surveyed area, i.e. tea gardens of Sylhet, where 13 percent of the respondents stated that their sisters aged between 10 and 18 were married off, while 37 percent said that they know girls who got married before they reached 18 years of age. We had a case in our school when in 2021 one of our workers married off a girl of class seven, corresponding

বাল্যবিবাহ ঋতিরোধে সামান্যই ভূমিকা রাখে। আরো দুঃখজনক বিষয় যে, পিতামাতার এ সম্মতি ঋয়োগে কোন নূন্যতম বয়স এ আইনে নির্ধারণ করা হয়নি। এটি নিছকভাবেই বিশেষ ক্ষেত্রে তরণ-তরণীদের ভালোর জন্য ঋয়োগ করা হয়। এটি পরোক্ষভাবে ঋকাশ করে যে, ১৮ বছরের নিচে যেকোনো বয়সেই বিয়ে করা সম্ভব।

সম্প্রতি জরিপের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, দেশের ২০-২৪ বছর বয়সী ৫৯% নারীদের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়েছে। ২০২১ সালে বাল্য নববধুর সংখ্যা ছিল ৩৮ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঋয় ১৩ মিলিয়নকে ১৫ বছর বয়সের আগেই বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা আরও জানিয়েছে যে কোভিড-১৯ সময়কাল ও পরবর্তী সময়ে জোর পূর্বক বাল্য বিবাহের পরিমাণ ১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিয়েগুলোর বেশির ভাগই সংগঠিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে যেখানে চা বাগানও অন্তর্ভুক্ত।

এই এনজিও জোট দ্বারা পরিচালিত জরিপকৃত এলাকায় বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা দেখা যায়, অর্থাৎ সিলেটের চা বাগানে ১৩% উত্তরদাতা বলেছে যে, তাদের ১০-১৮ বছর বয়সী বোনদের বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ৩৭% বলেছে যে তারা এমন মেয়েদের চেনেন যাদের বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের স্কুলে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন ২০২১ সালে আমাদের একজন কর্মী তাঁর সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া ১৩ বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বাবা-মায়েরা তার ভবিষ্যৎ নির-

³⁰Reported in “A Review of the Effectiveness of the New Legal Regime to Prevent Child Marriages in Bangladesh: Call for Law Reform, Girls Not Brides: 8 Oct 2020”

³¹Clause 22 of the 2017 Child Marriage Restraint Act.

³²The special cases refer to the raped underage girl victim to be married by her rapist, sometimes also for economic benefits of the girl normally from a poor family (at least to have one mouth less to feed)

³³Hossain MJ, et al. BMJ Paediatrics Open 2021;5:e001328. doi:10.1136/bmjpo-2021-001328

to age 13. The parents were finding it difficult to control her and knowing the exception allowed by the law, they married her off.

- » Moreover, to avoid the law that stipulates the age of 18 for girls and 21 for boys, parents increase the ages of their children to or beyond the legal age to enter into marriage. As birth certificates are uncommon in tea gardens, it becomes very easy to manipulate the birth dates of the children to bypass the minimum age set by law to enter into marriage.

This NGO coalition recommends the Government of Bangladesh to:

- Revise the 2017 Child Marriage Restraint Act (CMRA) by removing the provision that allows child marriages below the age of 18 in “special circumstances”.**
- Work towards making marriage registration compulsory for all religions and digitize records.**
- Ensure that birth registration is mandatory especially in the tea gardens in order to prevent deceitful manipulations of the age of children as a measure to fight against child marriages.**

পিত্তা ও সামাজিক রীতির কারণে, তারা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়।

যেহেতু আইন দ্বারা ব্যতিক্রমি ঘটনাগুলো অনুমোদিত।

তদুপরি মেয়েদের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করা আইনটি এড়াতে বাবা মা সন্তানদের প্রকৃত বয়স লুকিয়ে বয়স বাড়িয়ে উল্লেখ করে। যেহেতু চা বাগানে জন্ম নিবন্ধন তৈরি করা বাধ্যতামূলক নয় বা জনের সাথে সাথে রেজিস্টার করা হয় না, সেহেতু এটিকে প্রভাবিত করে বিয়ের ন্যূনতম বয়স দিয়ে জন্মনিবন্ধন তৈরি করে এটির অপব্যবহার করা হয়।

এই এনজিও জোট বাংলাদেশ সরকারকে সুপারিশ করে

ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭ সংশোধনের মাধ্যমে “বিশেষ পরিস্থিতি” ভিত্তিতে বাল্যবিবাহের সুযোগ বা ১৮ বছরের কম বয়সীদের বিবাহের অনুমতি দেয় এ বিধানটিকে বাতিল করা প্রয়োজন।

খ) সকল ধর্মের জন্য বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার জন্য কাজ করা এবং রেকর্ড ডিজিটাইজিং করা।

গ) বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শিশুদের বয়সের প্রত্যাহারামূলক হেরফের রোধ করার জন্য বিশেষ করে চা বাগানে জন্ম নিবন্ধন-বাধ্যতামূলক করা নিশ্চিত করণ।

³⁰Reported in “A Review of the Effectiveness of the New Legal Regime to Prevent Child Marriages in Bangladesh: Call for Law Reform, Girls Not Brides: 8 Oct 2020”

³¹Clause 22 of the 2017 Child Marriage Restraint Act.

³²The special cases refer to the raped underage girl victim to be married by her rapist, sometimes also for economic benefits of the girl normally from a poor family (at least to have one mouth less to feed)

³³Hossain MJ, et al. BMJ Paediatrics Open 2021;5:e001328. doi:10.1136/bmjpo-2021-001328





Fondazione Marista
per la Solidarietà
Internazionale Onlus
FMSI
Per il Bene dei Bambini

